যুব বার্তা

বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুবদিবস ২০২০

চাকরির পেছনে না ছুটে উদ্যোক্তা হতে হবে

-- বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী।

চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেকে কীভাবে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করা যায়, সে চিন্তা মাথায় রেখে যুবকদের দেশ গঠনে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ' উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষনে তিনি একথা বলেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণ ভবন থেকে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এ বছর ১ নভেম্বর "বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০" শিরোনামে জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে যুব সমাজের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা ডিগ্রী নিয়েই চাকরির পেছনে না ছুটে নিজে কিভাবে কিছু করা যায়, নিজে কাজ করবো,আরও দশজনকে চাকরি দেব, নিজে উদ্যোক্তা হব,নিজেই বস হব। এ কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে, আমি আমার বস হব, আমি কাজ দেব।

- "নিজে উদ্যোক্তা হব, নিজেই বস হব"
- "মাদক সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের কঠোর অবস্থান বজায় থাকবে।"
- "ফ্রিল্যান্সারদের স্বীকৃতির বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করছি।"

আমার মধ্যে সেই শক্তিটা আছে, সেই শক্তি আমি কাজে লাগাবো - এই চিন্তাটা মাথায় যেন থাকে আমাদের যুবকদের। নগদ মোটা টাকার লোভে মাদক, জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও দূর্নীতিতে দেশের যুব সমাজকে তিনি সম্পৃক্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও দূর্নীতির বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের কঠোর অবস্থান বজায় থাকবে। তাই এ ধরনের কোনো কাজের সংগে কেউ যেন সম্পৃক্ত না হয়। শীতের আগমনে ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসের প্রাদূর্ভাব বেড়ে

প্রকাশনায়: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, E-mail: publication@dyd.gov.bd, Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq

যাওয়ায় দেশের বিমান বন্দরসহ সব প্রবেশপথে বাধ্যতামূলক করোনা সনাক্তকরণ পরীক্ষা এবং বিদেশ ফেরতদের কোয়ারেন্টাইনে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন ' ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে আমাদের যুব সমাজ ঘরে বসেই অনেক টাকা উপার্জন করতে পারছে। তবে এটারও একটা স্বীকৃতির দরকার রয়েছে। বিয়ের বাজারে মেয়ের বাবারা ফ্রিল্যান্সারদের মূল্যায়ন করেনা। এমনকি ভালো স্কুল অভিভাবকদের আয়ের নিশ্চয়তা না পেয়ে তাদের সন্তানদের ভর্তি পর্যন্ত করতে চায়না এমন অভিযোগও তাঁর কাছে এসেছে বলে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন,' কোনো কাজে গেলে ফ্রিল্যান্সাররা তাদের সোর্স অব ইনকাম দেখাতে পারেনা,সেজন্য আমরা এ বিষয়ে স্বীকৃতির চিন্তা ভাবনা করছি,যে একটা সুযোগ সৃষ্টি করে দেবো; যাতে তাঁরা কাজ করতে পারে'। সরকার কর্মসংস্থান ব্যাংক,প্রবাসী কল্যান ব্যাংক,পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক,এস এম ই ফাউন্ডেশন করে দিয়েছে যার মাধ্যমে যুব সমাজ শুধু চাকরির পেছনে ছুটবেনা,চাকরি দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে। নিজেরা নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করবে। যুবকদের জন্য সরকারের ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালুর উপকারিতাও অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি করোনার কারনে স্কুল বন্ধ থাকায় সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়ে পিতা মাতার একটু নজর রাখা এবং সরকারের প্রচেষ্টায় সংসদ টিভির মাধ্যমে অনলাইন এডুকেশনের পদক্ষেপের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল এমপি মহোদয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ বছরের জাতীয় যুব পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে সনদ, নগদ অর্থ ও ক্রেষ্ট তুলে দেন। কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ জন যুব'কে এবং যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকান্ডে গৌরবোজ্জল অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ৫ জন যুব সংগঠককে এ পুরস্কার দেয়া হয়। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল এম,পি এর সভাপতিত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ আখতার হোসেন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আখতারুজ জামান খান কবিরসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। ভিডিও কনফারেন্সের গণ ভবন প্রান্তে প্রধানমন্ত্রীর সংগে ছিলেন তাঁর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম।

জাতির প্রাণ প্রবাহ যুবরাই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়বে

-- যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী

উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, ' ৬২-ও শিক্ষা আন্দোলনে, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানে, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে, গণতন্ত্র পুন: প্রতিষ্ঠায়, ভোট ও ভাতের অধিকার রক্ষায় এ দেশের যুব সমাজ রেখেছে আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত, যা নিয়ে জাতি গর্ব করে। ১ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল এম,পি আরো বলেন বিশ্বজুড়ে একদিকে উন্নত তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা-জয়গান, চতুর্দিকে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের পদচারণা ; অপরদিকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ সংক্রমন, পরিবেশ দূষণ, নিরক্ষরতা.সন্ত্রাস ও আধিপত্য বজায় রাখার উন্মুক্ত প্রতিযোগীতা। মানব জাতির এই নৈতিক সংকটে আজ প্রয়োজন নিষ্ঠাবান,ত্যাগী ও তারুণ্যে ভরপুর সুদক্ষ কর্মীবাহিনী যারা দেশকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ১৪, ১৭ ও ২০ নং অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কর্মশক্তি ও সংখ্যার বিবেচনায় দেশের উন্নয়নের জন্য যুব সমাজের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আলোকে দেশের যুব সমাজকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে যুবনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুব গবেষনা কেন্দ্র হিসেবে

অতিসম্প্রতি "শেখ হাসিনা জাতীয় যুব ইনস্টিটিউট " প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী ৮ম পর্বে আরো দশটি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশের ১৪০টি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে যুব উদ্যোক্তা ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন পূর্বক ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টের (SDG) সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। সে আলোকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও সকল প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে যেন কোন যুবক বা যুবনারী শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের বাইরে না থাকে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরে তিনি বলেন এ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ৬১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭০৮ জন যুব' কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। তন্মধ্যে ২২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭০৫ জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৩৭ জনকে ১৬৬ ,৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা যুব ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

২০২১ সালে স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে। সূবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কল্যাণমূখী বাংলাদেশ গড়ার সুদৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে

- কোন যুবক বা যুবনারী যেন শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের বাইরে না থাকে।
- ভোট ও ভাতের অধিকার রক্ষায় এ দেশের যুব সমাজ রেখেছে আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত।
- কর্মশক্তি ও সংখ্যার বিবেচনায় আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য যুব সমাজের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- দেশের জন্য গভীর মমত্ববোধ বুকের ভিতর লালন করে আলোকিত মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে মেলে ধরতে হবে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যুবদের আরো দক্ষ ও প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই।

ভিশন-২০২১ প্রণীত হয়েছে। ভিশন-২০২১ এর প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার, নারীরা ভোগ করবে সমান অধিকার, থাকবে সুশাসন, মানবাধিকার ও দূষণমূক্ত পরিবেশ। এজন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাস,উৎপাদন বৃদ্ধি, মানব সম্পদের উন্নয়ন, নারীর কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

যুব'রাও একাজের গর্বিত অংশীদার। আর তাই বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে "মুজিব বর্ষের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান"। তিনি যুবদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, যুব'রাই জাতির প্রাণ প্রবাহ, তাঁরাই পারবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে যুবদের আরো প্রযুক্তি নির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও আহ্বানে যুব'রা গভীর ভালবাসায় দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বিষর্জন দিয়ে জাতিকে উপহার দিয়েছে স্বাধীনতার লাল সূর্য। তাই আজ যুব দিবসের প্রাক্কালে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী যুবদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধের সেই শক্তিকে অনুভব করতে হবে। বুকের মাঝে দেশের জন্য মমত্ববোধ লালন করে আলোকিত মানুষ হিসেবে মেলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠানে তিনি বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস/ ২০২০ উপলক্ষে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ২১ জন সফল আত্মকর্মী এবং যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক কর্মকান্ডে গৌরবোজ্জল অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ৫ জন যুব সংগঠককে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে জাতীয় যুব পুরস্কার/ ২০২০ বিজয়ীদের হাতে তুলে দেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০" উদ্‌যাপিত

১ নভেম্বর-২০২০খ্রি. তারিখে সারাদেশে একযোগে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০" পালিত হলো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে তথা মুজিব বর্ষে এবারের জাতীয় যুবদিবসের নামকরণ করা হয়। " বঙ্গবন্ধু জাতীয় দিবস-২০২০" । এবারের জাতীয় যুব দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে " মুজিব বর্ষে আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান "।

দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যৌথ উদ্যোগে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর " বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ " উদযাপন করে। কোভিড -১৯ ভাইরাস বিস্তাররোধ কল্পে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ পূর্বক যুব দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল যুব সমাবেশ ও র‍্যালী, আলোচনাসভা, পরিস্কারপরিচ্ছন্নতা অভিযান, ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ উদ্বোধন, প্রশিক্ষিত বেকার যুবদের মাঝে যুব ঋণের চেক বিতরন, প্রশিক্ষণের সনদ বিতরণ, গাছের চারা বিতরণ, " বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী " পুস্তক বিতরণ এবং সফল আত্মকর্মী ও সফল যুবসংগঠকদের স্থানীয়ভাবে শুভেচ্ছা স্মারক ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান সমূহে স্থানীয় জনপ্রতিনীধি, সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রশিক্ষিত যুব ও যুব নারীগণ অংশ গ্রহন করেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ এ ২১ জন সফল আত্মকর্মী ও ৫ জন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২০ প্রদান করা হলো।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে গাইবান্ধা জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে শেরপুর জেলায় সনদপত্র বিতরণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে বরিশাল জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাতক্ষীরা জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে হবিগঞ্জ জেলায় সনদপত্র বিতরণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে কুমিল্লা জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঝিনাইদহ জেলায় পতাকা উত্তোলন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মাটিরাঙ্গা উপজেলায় যুবঋণের চেক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে খুলনা জেলায় যুবঋণের চেক বিতরণ

ডুমুরিয়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দিঘলিয়া উপজেলায় যুবঋণের চেক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বান্দরবান জেলায় যুবঋণের চেক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজবাড়ী জেলায় যুবঋণের চেক বিতরণ

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নরসিংদী জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে নওগাঁ জেলায় আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বরগুনা জেলায় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

জাতীয় যুব পুরস্কার -২০২০ মনোনয়ন কার্যক্রম

সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার ঐতিহ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গৌরবের সাথে ধারণ করে আসছে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস/২০২০ উপলক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার /২০২০ এর জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়। এ বছর সফল আত্মকর্মী কোটায় ১২১টি এবং যুব সংগঠক কোটায় ১২৫টি আবেদন জমা পড়ে। জাতীয় যুব পুরস্কার /২০২০ প্রদানের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর/২০২০খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটির সভায় সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের মধ্যে ৫৪ জন প্রার্থীকে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়। এই ৫৪ জন প্রার্থীর দাখিলকৃত প্রোফাইলে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা সরেজমিনে যাচাই/পরিদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণের নেতৃত্বে ১৩টি টিম গঠন করা হয়। দেশের ৩৩টি জেলার ৫৪ জন প্রার্থীর প্রকল্প/সংগঠন পরিদর্শণ পূর্বক মতামতসহ পরিদর্শণ প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে পুণরায় কেন্দ্রীয় কমিটির সুপারিশে ২১ জন সফল আত্মকর্মী ও ৫ জন শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার/২০২০ এর জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস-২০২০ এ ২১ জন সফল আত্মকর্মী ও ৫ জন যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার-২০২০ প্রদান করা হলো

গৌরবের অধিকারী দূরন্ত ও অদম্য আমাদের যুব সমাজ চায় সঠিক পথের ঠিকানা। এক্ষেত্রে সরকার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে যুবদেরকে দিচ্ছে সঠিক দিক নির্দেশনা ও কর্মের সন্ধান। ফলশ্রুতিতে তারা যেমন আত্মকর্মী হয়ে উঠছে তেমনি কর্মসংস্থান সৃজন ও আত্মকর্মসংস্থানে গৌরবোজ্জল অবদান রাখছে। যুবদের সুসংগঠিত করার অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছে যুব সংগঠনসমূহ। যুব সংগঠকগণ দেশের যুব সমাজের কাছে স্বনির্ভরতা ও নেতৃত্বের উজ্জল প্রতীক। সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান করার ঐতিহ্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গৌরবের সাথে ধারন করে আসছে। যুবদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ১৯৮৬ সাল হতে ২০১৯ পর্যন্ত ৪৪৫ জন সফল আত্মকর্মী ও শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। যা আজকের যুবদের প্রেরনার অন্যতম উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এ বছর " বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ' ২০২০ " উপলক্ষ্যে ২১ জন সফল আত্মকর্মী ও ০৫ জন শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক -কে জাতীয় যুব পুরষ্কার ' ২০২০ প্রদান করা হয়েছে। " বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ' ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে বিজয়ীদের হাতে এ পুরষ্কার তুলে দেন মাননীয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এম.পি। পুরষ্কার হিসেবে নগদ অর্থ, ক্রেষ্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

সফল আত্মকর্মী (সারাদেশে ১ম স্থান)

নাম : সাজিয়া রহমান
পিতা : সামসুর রহমান
মাতা : পারভীন রহমান নিরা
মহল্লা : ৭৩৩/সি, খিলগাঁও, তালতলা
জেলা : ঢাকা।

সফল আত্মকর্মী (সারাদেশে ২য় স্থান)

নাম : কে. এম সবুজ
পিতা : নূর মোহাম্মদ খান
মাতা : মরিয়ম খানম
গ্রাম : আমবাগ (পশ্চিম পাড়া)
ডাকঘর : নীলনগর
উপজেলা : গাজীপুর সদর
জেলা : গাজীপুর।

সফল আত্মকর্মী (সারাদেশে ৩য় স্থান)

নাম : মোঃ শিবলী সাদিক নোমান
পিতা : মৃত মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
মাতা : আনোয়ারা বেগম
গ্রাম : দনাইল
ডাকঘর : চরপুমদি
উপজেলা : কিশোরগঞ্জ সদর
জেলা : কিশোরগঞ্জ।

সফল আত্মকর্মী (ঢাকা বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : মোঃ ওমর ফারুক
পিতা : মোঃ ছাদেক আলী বেপারী
মাতা : ছবুরা বিবি
গ্রাম : রাজারচর চৈতা মোল্লা কান্দি
ডাকঘর : মাতবরের চর
উপজেলা : শিবচর
জেলা : মাদারীপুর।

সফল আত্মকর্মী (ঢাকা বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : সুমন মীর
পিতা : মৃত মহিউদ্দিন মীর
মাতা : হাছিনা বেগম
গ্রাম : পাটালপাড়া
ডাকঘর : আমিনপুর
উপজেলা : সোনারগাঁও
জেলা : নারায়ণগঞ্জ।

সফল আত্মকর্মী (চট্টগ্রাম বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : ওয়াছিউর রহমান
পিতা : মৃত ওয়ালিউর রমহান
মাতা : খোদেজা আক্তার
গ্রাম : দক্ষিণ পূর্ব চরচান্দিয়া
ডাকঘর : বহদ্দারহাট
উপজেলা : সোনাগাজী
জেলা : ফেনী।

সফল আত্মকর্মী (চট্টগ্রাম বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : বেলাল হোসেন
পিতা : মাহমুদুল হক
মাতা : ছকিনা খাতুন
গ্রাম : শিক্ষাগ্রাম
ডাকঘর : আলেকজান্ডার
উপজেলা : রামগতি
জেলা : লক্ষ্মীপুর।

সফল আত্মকর্মী (রাজশাহী বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : মোছাঃ সাজেদা খাতুন
স্বামী : মোঃ শাহাদৎ হোসেন
মাতা : মোছা: রাহেলা বিবি
গ্রাম : গুলশান মোড়
ডাকঘর : জয়পুরহাট
উপজেলা : সদর
জেলা : জয়পুরহাট।

সফল আত্মকর্মী (রাজশাহী বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : উজ্জল কাজী
পিতা : মো: নুরুল ইসলাম
মাতা : মোসা: পারুল বিবি
গ্রাম : বালানগর
ডাকঘর : খড়খড়ি
উপজেলা : পবা
জেলা : রাজশাহী।

সফল আত্মকর্মী (খুলনা বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : কাজী নাসরিন আক্তার
পিতা : কাজী মোসলেম আলী
মাতা : মিসেস হাজেরা বেগম
মহল্লা : ৮৮, পূব বানিয়া খামার, বি কে মেইন রোড
জেলা : খুলনা।

সফল আত্মকর্মী (খুলনা বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : মোহাম্মদ মহিদুল ইসলাম
পিতা : মোঃ শুকুর আলী
মাতা : সেলিনা বেগম
মহল্লা : ৪৫১,নাজির শংকরপুর, জিরো পয়েন্ট কোতয়ালী
জেলা : যশোর।

সফল আত্মকর্মী (সিলেট বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : মোছা: শিল্পী বেগম
পিতা : মৃত লাল সাদ মিয়া
মাতা : মোছা: আমেনা খাতুন
গ্রাম : উত্তর আরপিন নগর
ডাকঘর : সুনামগঞ্জ-৩০০০
উপজেলা : সুনামগঞ্জ সদর
জেলা : সুনামগঞ্জ।

সফল আত্মকর্মী (সিলেট বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : মোঃ আকির হোসেন
পিতা : মো: সুন্দর আলী
মাতা : মোছা: আলিফ চাঁন
গ্রাম : সুলতান মাহমুদপুর
ডাকঘর : হবিগঞ্জ-৩৩০০
উপজেলা : হবিগঞ্জ সদর
জেলা : হবিগঞ্জ

সফল আত্মকর্মী (বরিশাল বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : ফাতেমা আক্তার (জলি)
পিতা : মৃত কবির হোসেন
মাতা : জাকিয়া কবির
মহল্লা : ৫৭৬, ব্রাউন্ড কম্পাউন্ড
উপজেলা : সদর
জেলা : বরিশাল

সফল আত্মকর্মী (বরিশাল বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : শিরিন সুলতানা
স্বামী : মো: জাহিদুল ইসলাম বশির
মাতা : মোসা: রিজিয়া বেগম
গ্রাম : দক্ষিণ আনইলবুনিয়া
ডাকঘর : দক্ষিণ আনইলবুনিয়া
উপজেলা : কাঠালিয়া
জেলা : ঝালকাঠি

সফল আত্মকর্মী (রংপুর বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : নাজনীন আকতার
স্বামী : মো: ওহেদ সাদিদ
মাতা : হায়াতুন নেসা
মহল্লা : রামনগর
ডাকঘর : দিনাজপুর
উপজেলা : সদর
জেলা : দিনাজপুর

সফল আত্মকর্মী (রংপুর বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : মোঃ গোলাম মোস্তফা (দুলাল)
পিতা : মোঃ আমজাদ হোসেন
মাতা : মোছাঃ মনোয়ারা বেগম
গ্রাম : বাহাগিলী
ডাকঘর : মীরবাগ
উপজেলা : কাউনিয়া
জেলা : রংপুর

সফল আত্মকর্মী (ময়মনসিংহ বিভাগীয় কোটায় ১ম)

নাম : মোঃ মোজাম্মেল হক
পিতা : মোঃ আব্দুস ছালাম ফকির
মাতা : মোছা: ছফুরা আক্তার
গ্রাম : কুলধরুয়া
ডাকঘর : খামারগাঁও
উপজেলা : নান্দাইল
জেলা : ময়মনসিংহ

সফল আত্মকর্মী (ময়মনসিংহ বিভাগীয় কোটায় ২য়)

নাম : মোঃ মোকাম্মেল হোসেন
পিতা : মোহাম্মদ আলী
মাতা : মোছাঃ মেহেরুন্নেছা
গ্রাম : গোল্লার পাড়
ডাকঘর : নাকসী
উপজেলা : নালিতাবাড়ী
জেলা : শেরপুর।

সফল আত্মকর্মী (নারী কোটা)

নাম : শাহানা আক্তার
পিতা : মৃত নূরুল ইসলাম
মাতা : মোছাঃ মনোয়ারা ইসলাম
গ্রাম : মোক্তার পাড়া
উপজেলা : নেত্রকেনা সদর
জেলা : নেত্রকোনা।

সফল আত্মকর্মী
(ক্ষুদ্র নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠি/উপজাতি কোটা)

নাম : মা সিং নু মারমা
পিতা : সাথুই অং মারমা
মাতা : মেমা মারমা
গ্রাম : রেইছাথলি পাড়া
উপজেলা : বান্দরবান সদর
জেলা : বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

যুবসংগঠক (সারাদেশে যুবনারী কোটায় ১ম)

নাম : রোকেয়া বেগম শেফালী
স্বামী : আবুল কালাম আজাদ
মাতা : রাবেয়া মনির
গ্রাম : রঘুপুর (বাখরাবাদ গ্যাস অফিসের দক্ষিণে)
উপজেলা : রাজাপুর
জেলা : কুমিল্লা।

যুবসংগঠক (সারাদেশে যুবনারী কোটায় ২য়)

নাম : ফাতেমা মনির
পিতা : হাজী আব্দুল মতিন
মাতা : সাহারা খাতুন
মহল্লা : দাপা ইন্দ্রাকপুর
উপজেলা : ফতুল্লা
জেলা : নারায়ণগঞ্জ।

যুবসংগঠক (সারাদেশে যুবপুরুষ কোটায় ১ম)

নাম : সাইফুর রহমান
পিতা : হাজী মোঃ হাবিবুল্লাহ খান
মাতা : হামিদা খান
মহল্লা : বাসা-৩৭২/১, ডিআইটি রোড পূর্ব রামপুরা
জেলা : ঢাকা।

যুবসংগঠক (সারাদেশে যুবপুরুষ কোটায় ২য়)

নাম : মো: ইকবাল হাসান তপু
পিতা : মৃত আবুল হোসেন
মাতা : মাজেদা আক্তার
মহল্লা : অনন্য হাউজ, ৫৬০/২, পূর্বধলা রোড, পশ্চিম সাতপাই
উপজেলা : সদর
জেলা : নেত্রকোনা।

যুবসংগঠক (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/অটিস্টিক কোটা)

নাম : ইলিয়াছ হোসেন
পিতা : আ: রকিত খাকী
মাতা : হেমেলা বেগম
গ্রাম : নিলফা
ডাকঘর : নিলফা বয়রা
উপজেলা : টুঙ্গিপাড়া
জেলা : গোপালগঞ্জ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

যুবরাই দেশের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগুনো এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো যৌবনের সহজাত প্রবৃত্তি। যুবরা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও অমিত শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠির এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যুবদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে সরকার দেশ পুনর্গঠনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ মোতাবেক ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক যুব বলে গণ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ কর্মক্ষম জনশক্তি তথা যুবসমাজের প্রতিভাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নে গৃহীত সকল কর্মকাণ্ডকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নেয়া এই সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ। তাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের যুবসমাজ। তাদের উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয় এ অধিদপ্তরের সকল কর্মপ্রয়াস। যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি যুব কার্যক্রমে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, জীবন দক্ষতা শিক্ষা ও শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০ হাজারের অধিক যুবসংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণে যুবসমাবেশ, যুবমেলার আয়োজন, যুববিনিময় কর্মসূচিসহ মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে যুবদেরকে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

সাংগঠনিক কাঠামো : মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৫ জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানায় কার্যালয় রয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ৭১টি নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪ জেলায় অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে।

প্রশিক্ষণ : বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সের পাশাপাশি নতুন ও যুগোপযোগী কোর্স প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি অব্যাহত রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি, অপ্রাতিষ্ঠানিক ৪২টি ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৯৮৫ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম : কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুব ঋণ তহবিল হতে যুবদের (ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৬০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৪০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য় দফায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১২ হাজার, ১৬ হাজার ও ২০ হাজার টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫%।

আত্মকর্মী সৃজন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব পুরুষ ও যুবনারী তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হচ্ছে কিংবা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের মাসিক আয় ৬ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আরও অধিক অর্থ উপার্জন করে থাকে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পে নিজেদের কর্মসংস্থান ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪৬ হাজার ৬ শত ৬৫ জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি : ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির লক্ষ্য। জুন ২০২০ পর্যন্ত ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লক্ষ ২৭ হাজার ৪ শত ২ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি যুগপৎভাবে যুব বান্ধব এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সহায়ক।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি : জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমসাময়িক যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যসমূহ অধ্যয়ন ও চর্চার পাদপীঠ হিসেবে ঢাকা জেলার সাভারে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট নামে গড়ে তোলা হয়েছে। সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে যুব প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চতর ডিগ্রী প্রদান করা হবে।

জাতীয় যুবদিবস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস দেশব্যাপি উদযাপন করা হয়ে থাকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এবছর 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুবদিবস ২০২০' নামকরণ করা হয়েছে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুব পুরুষ ও যুবনারী আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবত ৩৯ জন যুবসংগঠকসহ মোট ৪৪৫ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুবদিবস ২০২০' উপলক্ষ্যে ২৬ জন সফল যুবককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

যুব সংগঠন নিবন্ধনকরণ ও অনুদান : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুবসংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলেছে। এ পর্যন্ত ১৮,৩৫২টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ এর আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন কাজ জুলাই ২০১৭ হতে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪২২০টি যুবসংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে। যুব সংগঠনগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ১৯৮৫ সালে যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ১৪৭৭৪টি যুব সংগঠনকে মোট ১৯ কোটি ৭১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ : ২০০৩ সালের যুবনীতি সংশোধন করে যুবদের মধ্যে উন্নত মনন, মানবিকতা ও চিত্তের লালন এবং একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী করে সুনাগরিক রূপে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ্যাকশন প্ল্যান প্রকাশিত হয়েছে ও ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণীত হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিয়মানুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৩৭টি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণে যুবদের সফলভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে সার্বজনীনভাবে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ছাড়াও ফ্রিল্যান্সিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গ্রাফিক ডিজাইনসহ সুসজ্জিত মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার যুবদেরকে আইটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

যুব পাইকারী সেল ডট কম : কোভিড-১৯ এর প্রভাবে যখন বাজার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে ঠিক তখনই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কয়েকজন যুব কৃষিপণ্য বাজারজাত করার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক কেনা-বেচার প্লাটফরম যুব পাইকারি সেল ডট কম চালু করে। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিক চাষি থেকে শুরু করে ঢাকার আশে পাশের জেলার কৃষকগণ খুব সহজে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে; সেসাথে ক্রেতাগণও ঘরে বসেই স্বল্প খরচে মানসম্পন্ন কৃষিপণ্য ক্রয় করার সুযোগ পাচ্ছে।

Dhaka OIC Youth Capital, 2020 : কোভিড-১৯ এর কারণে Dhaka OIC Youth Capital, ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সারা বিশ্বব্যাপী অনলাইনে প্রচার করা হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের যুবদের মাঝে রোহিঙ্গা ইস্যুটি গণপ্রচারের উদ্দেশ্যে Resilient Youth Summit এর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল ২০২০ ইভেন্টগুলোর মধ্যে প্রধান ইভেন্ট হিসেবে Bangabandhu Youth Leadership Award প্রদানের জন্য ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭ জুলাই, ২০২০ খ্রি. তারিখে উদ্বোধন করেছেন।

Sheikh Hasina National and International Youth Volunteers Award : করোনা মহামারীসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা ইত্যাদি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা দেশে-বিদেশে বহুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এক উজ্জ্বল নাম। এসকল দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশের যুবসমাজকে স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামে Sheikh Hasina National and International Youth Volunteers Award (Response to Covid-19) দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

ভলান্টিয়ার্স কানেক্টিভিটি স্থাপন : সারা দেশের বিভিন্ন ভলান্টিয়ার্স সংগঠনের সাথে ভার্চুয়াল প্লাটফরম স্থাপন করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সহ যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত প্লাটফরম কাজ করবে।

বর্তমান সরকারের সময়ে যুব কার্যক্রম অগ্রগতির তথ্যকণিকা (জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত) ঃ

যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ ৩০,২৯,৬২৯ জন
প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ঃ ৭,২৮,৭০৫ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান ঃ ২,২৯,৭৩৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঃ ২,২৭,৪০২ জন
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ ঃ ১১৪৪,১৯.৯৩ লক্ষ টাকা
ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ঃ ২,৫৩,২৯২ জন
নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন ঃ ১৫টি
আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ ঃ ১১টি
আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ ঃ ২৯টি
ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা ঃ ৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলা
যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান ঃ ১১৮৩.০০ লক্ষ টাকা
নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা ঃ ৪২২০টি
তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা ঃ ১১৩৬৬টি
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান ঃ ২০০ জন